দৈনিক জনকণ্ঠ

73

তারিখ 01 JUL 1998
পৃষ্ঠা 9 কলাম 2

স্কুল ম্যানেজিং কমিটির বদলে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী ডিলারদের মাধ্যমে চালু করা হচ্ছে

মোস্তফা ফিরোজ

স্কুল ম্যানেজিং কমিটির বদলে ডিলারদের মাধ্যমে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এই সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীতে খাদ্য উত্তোলন ও বিতরণ প্রক্রিয়ায় প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকের অংশগ্রহণের ফলে পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির দায়িত্বহীনতা, কম খাদ্য প্রদান, আত্মসাত, দুর্নীতি, ভুয়া মাস্টার রোল তৈরি ইত্যাদির কারণে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচীতে এই পরিবর্তন আনা হচ্ছে। চলতি বছর ২২ মার্চ একনেক সভায় বর্তমান খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা সমালোচিত হলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকল্প ব্যবস্থা চালুর নির্দেশ দেন। এই পেক্ষাপটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ডিলারদের মাধ্যমে এ কর্মসূচী অব্যাহত রাখার প্রস্তাব দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, '৯৩ সালের জুলাই থেকে দেশের

(২-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন)

স্কুল ম্যানেজিং কমিটি

(প্রথম পাতার পর)

৪৬০টি থানার ৪৬০টি ইউনিয়নে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী প্রকল্প চালু হয় এবং বর্তমানে দেশের এক হাজার ২৪৩টি ইউনিয়নে তা সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর সুবিধাভোগী পরিবারের মধ্যে বিতরণযোগ্য খাদ্য উত্তোলন ও বিতরণকারী কর্তৃপক্ষ হলো স্কুল ম্যানেজিং কমিটি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ৮৫ ভাগ বা তদূর্ধ কার্যদিবসে উপস্থিত সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীদের তালিকা স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির কাছে দাখিল করলেও তাঁরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে থানা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে খাদ্যের চাহিদাপত্র নির্বাহী অফিসারের কাছে উপস্থাপন করতে সমর্থ হননি। ফলে খাদ্য উত্তোলন ও বিতরণে জটিলতার সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে বলে সাধারণ শিক্ষকদের এ কর্মসূচীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার কথা নয়। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে, তাঁরাই এ কর্মসূচীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন এবং এতে পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

সূত্র জানায়, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তন করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ বিকল্প একটি প্রস্তাব পেশ করেছে। এতে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর প্রচলিত খাদ্য উত্তোলন ও বিতরণ পদ্ধতির বদলি কর্মসূচীভুক্ত প্রত্যেক ইউনিয়নের জন্য একজন ডিলার নিয়োগের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের মধ্যে খাদ্য বিতরণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এতে থানা শিক্ষা কমিটির সুপারিশক্রমে থানা নির্বাহী অফিসার প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের অনুমোদনক্রমে কর্মসূচীভুক্ত প্রতিটি ইউনিয়নে একজন ডিলার নিয়োগ করবেন। ডিলাররা তাঁর অধিভুক্ত ইউনিয়নের সুবিধাভোগীদের প্রাপ্য খাদ্য গুদাম থেকে উত্তোলনপূর্বক নির্দিষ্ট স্থান হতে বিতরণ করবেন। এজন্য তাঁরা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে কমিশন পাবেন। এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে খাদ্য উত্তোলন ও বিতরণে শিক্ষকদের সংশ্লিষ্টতা দূরীভূত হবে এবং শিক্ষকরা পাঠদানে অধিকতর মনোযোগী হবার সুযোগ পাবেন। শিক্ষাঙ্গন থেকে খাদ্য বিতরণ না করলে শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিরবচ্ছিন্ন থাকবে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে স্কুলে খাদ্য বিতরণ করা হয়। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় কার্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বা তার পরিবার ডিলারের কাছ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করবে। প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে খাদ্য উত্তোলন ও বিতরণে একক জবাবদিহিতা থাকবে। ফলে স্থানীয় প্রশাসন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের পক্ষে তদারকি করা সহজতর ও কার্যকর হবে।